কলকাতার উচ্চ আদালত

(ফৌজদারি সংশোধনমূলক এখতিয়ার)

আপিল বিভাগ

উপস্থিতঃ

বিচারপতি বিভাস রঞ্জন দে

২০১৬-র সি. আর. আর. ৪২৫

মেসার্স হলদিয়া স্টিলস লিমিটেড

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও আরেকজন

২০১৬-র সি. আর. আর. ৪২৬

আই. এ নং ২০১৬-এর সি. আর. এ. এন ২ (২০১৬-র সি. আর. এ. এন ১৭৩২)

মেসার্স হলদিয়া স্টিলস লিমিটেড

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও আরেকজন

শ্রী সন্দিপন গাঙ্গুলি, বরিষ্ঠ আইনজীবী

শ্রীমতী মানসমিতা মুখার্জি, আইনজীবী

শ্রী রাহুল গাঙ্গুলি, আইনজীবী

শ্রী পঙ্কজ আগরওয়াল, আইনজীবী

শ্রীমতী চম্পা পাল, আইনজীবী

.....২০১৬ সালের সি. আর. আর ৪২৫-এ পিটিশনারের পক্ষে

শ্রী রাহুল গাঙ্গুলি

শ্রীমতি মানসমিতা মুখার্জি

শ্রী পঙ্কজ আগরওয়াল , আইনজীবী

শ্রীমতী চম্পা পাল , আইনজীবী

.....২০১৬ সালের সি. আর. আর ৪২৬ -এ পিটিশনারের পক্ষে

শ্রী ইমারন আলী , আইনজীবী

শ্রীমতী দেবজানি সাহু , আইনজীবী

..... ২০১৬-র সি. আর. আর. ৪২৫-এ রাজ্যের পক্ষে ছিলেন

শ্রী বিদ্যুৎ কুমার রায়

শ্রীমতী দেবজানি সাহু

..... ২০১৬-র সি. আর. আর. ৪২৬-এ রাজ্যের পক্ষে

শ্রী সচিত তালুকদার

শ্রী অনিরুদ্ধ দত্ত

..... ২০১৬-র সি. আর. আর. নম্বর ৪২৫ এবং ২০১৬-র ৪২৬-এ উভয়ের ক্ষেত্রেই
ছিলেন বিপরীত পক্ষের নম্বর ২

শুনানি : ২৫.০৭.২০২৩ , ০১.০৮.২০২৩ , ০২.০৮.২০২৩

০৪.০৮.২০২৩ , ০৯.০৮.২০২৩ , ২৫.০৯.২০২৩

রায় : ১৭ অক্টোবর, ২০২৩

বিচারপতি বিভাস রঞ্জন দে-

১. একই রকম বিতর্কিত বিষয় সম্বলিত উভয় পুনর্বিবেচনার আবেদনই এই সাধারণ রায়ের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা প্রয়োজন।

২০১৬ সালের সিআরআর ৪২৫

পটভূমিঃ-

২. মামলার আরও তদন্তের জন্য আবেদন প্রত্যাখ্যান করে বিজ্ঞ মুখ্য মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত ০৫.১০.২০১৫ তারিখের আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে আবেদন দায়ের করা হয়েছিল।

৩. আবেদনকারী ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১৫৬(৩) (সংক্ষেপে সিআরপিসি) এর অধীনে কলকাতার বিজ্ঞ মুখ্য মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে একটি আবেদন দাখিল করেন যা শেক্সপিয়ার সরণি থানায় পাঠানো হয় যেখানে ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ১২০বি/৪০৬/৪২০ এর অধীনে শেক্সপিয়ার সরণি থানায় মামলা নং ৩১৮ অফ ২০১৪ হিসাবে অভিযোগ দায়ের করা হয়। আবেদনকারীর কোম্পানি, মেসার্স হলদিয়া স্টিলস লিমিটেড, মেসার্স হরিয়ানা মিনারেলস-এর ম্যানেজার এবং অনুমোদিত প্রতিনিধি কৌশিক ব্যানার্জির প্রতিনিধিত্বে, বিপরীত পক্ষ নং ২, সুরেশ কুমার আগরওয়ালের বিরুদ্ধে মেসার্স হরিয়ানা মিনারেলস-এর মালিক। উপরোক্ত অভিযোগটি দায়ের করা হয়েছিল, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, আবেদনকারী কোম্পানিকে ম্যাঙ্গানিজ আকরিক সরবরাহের জন্য ডিমান্ড ড্রাফ্টের মাধ্যমে ৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা অগ্রিম প্রদান করতে প্ররোচিত করা হয়েছিল যা যথাযথভাবে বিপরীত পক্ষ নং-2 এর অ্যাকাউন্টে জমা হয়েছিল কিন্তু অগ্রিম অর্থের অপব্যবহার করা হয়েছিল কোনও ম্যাঙ্গানিজ আকরিক সরবরাহ না করে

আবেদনকারীর সংস্থাটি ১২.১২.২০০৭ তারিখের সমঝোতা স্মারক অনুসারে যেখানে বিপরীত পক্ষ নং ২ আবেদনকারীর কোম্পানিকে উত্থাপিত সমস্ত ম্যাঙ্গানিজ সরবরাহ করতে সম্মত হয়েছিল এবং অন্য কেউ নয়।

৪. ১২.১২.২০০৭ তারিখের চুক্তি স্মারকলিপি অনুসারে, বিপরীত পক্ষ নং ২, হরিয়ানা মিনারেলস নামে খনির মালিকানাধীন ব্যবসার মালিক হওয়ায়, তার মালিকানাধীন ব্যবসাকে একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তর করতে হয়েছিল। এই ধরনের নিগমীকরণের পর, বিপরীত পক্ষ নং ২, ২০.০৩.২০০৮ সালের মধ্যে তার সমস্ত শেয়ার আবেদনকারীর কোম্পানি বা তার মনোনীতদের কাছে হস্তান্তর করতে হয়েছিল, মোট ৩,২০,০০,০০০.০০/. (তিন কোটি ২০ লক্ষ টাকা মাত্র) পাওয়ার পর। চুক্তি সম্পাদনের সময় আবেদনকারী কোম্পানিকে ৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ টাকা) দিতে হয়েছিল। চুক্তি অনুসারে, আবেদনকারীর কোম্পানিকে পরবর্তীতে প্রাপ্তির বিপরীতে নগদ ১,০০,০০,০০০/- (এক কোটি টাকা) দিতে হয়েছিল। ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ২০০৮ তারিখে আবেদনকারীর কোম্পানিকে টাকা দিতে হয়েছিল। বিপরীত পক্ষ নং ২-কে ২৫,০০,০০০/- (পঁচিশ লক্ষ টাকা)। আবার ২০.০৩.২০০৮ তারিখে আবেদনকারীর কোম্পানিকে ৯৫,০০,০০০/- (পঁচানব্বই লক্ষ টাকা) টাকা দিতে হয়েছিল। চুক্তিপত্র অনুসারে আবেদনকারী কোম্পানি

মোট শেয়ার হস্তান্তরের সময় বিপরীত পক্ষ নং ২-কে চেকের মাধ্যমে বাকি ৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ টাকা) পরিশোধ করতে হয়েছিল। এই সময়ের মধ্যে আবেদনকারীর কোম্পানিকে চুক্তি সম্পাদনের তারিখ থেকে শেয়ার হস্তান্তর না হওয়া পর্যন্ত ম্যাঙ্গানিজ আকরিক ক্রয় চালিয়ে যেতে হয়েছিল। বিপরীত পক্ষ নং ২-কে সমস্ত সরকারি রাজস্ব যেমন রয়্যালটি, বন কর, ভাড়া, বিক্রয় কর এবং তফসিলভুক্ত এলাকার জন্য প্রদেয় অন্যান্য বকেয়া পরিশোধ করতে হয়েছিল।

২০১৬ সালের সিআরআর ৪২৬

প্রেক্ষাপট-

৫. মামলার আরও তদন্তের জন্য অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে বিজ্ঞ মুখ্য মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক গৃহীত ০৫.১০.২০১৫ তারিখের আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে আবেদনটি দায়ের করা হয়েছিল।

৬. আবেদনকারী কর্তৃক ফৌজদারি কার্যবিধির ১৫৬ (৩) ধারার অধীনে (সংক্ষেপে সিআরপিসি) একটি আবেদন কলকাতার বিজ্ঞ মুখ্য মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দায়ের করা হয়েছিল যা শেক্সপিয়ার সরনী থানায় পাঠানো হয়েছিল যেখানে আবেদনকারীর সংস্থা, ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০ খ /৪০৬/৪২০ ধারার অধীনে ২০১৪ সালের শেক্সপিয়ার সরনী থানা মামলা নং ৩১৭ হিসাবে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। মেসার্স হলদিয়া স্টিলস লিমিটেডের প্রতিনিধিত্ব করেছেন কৌশিক ব্যানার্জি, একজন ম্যানেজার

এবং বিপরীত পক্ষের বিরুদ্ধে অনুমোদিত প্রতিনিধি নং ২, মেসার্স মোহিনী ইন্ডাস্ট্রিজের মালিক দত্তুলাল মুরালিধারীজি গান্ধী। উপরোক্ত অভিযোগটি দায়ের করা হয়েছিল, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, অভিযোগ করা হয়েছিল যে আবেদনকারীর কোম্পানিকে ম্যাঙ্গানিজ আকরিক সরবরাহের জন্য ডিমান্ড ড্রাফ্টের মাধ্যমে ১,০০,০০,০০০/- (এক কোটি টাকা) অগ্রিম প্রদান করতে প্ররোচিত করা হয়েছিল যা যথাযথভাবে বিপরীত পক্ষের অ্যাকাউন্টে জমা হয়েছিল। কিন্তু অগ্রিম পরিমাণটি ১২.১২.২০০৭ তারিখের সমঝোতা স্মারক অনুসারে আবেদনকারীর কোম্পানিকে কোনও ম্যাঙ্গানিজ আকরিক সরবরাহ না করে অপব্যবহার করা হয়েছিল যার মাধ্যমে বিপরীত পক্ষ নং ২ আবেদনকারীর কোম্পানিকে উত্থাপিত সমস্ত ম্যাঙ্গানিজ সরবরাহ করতে রাজি হয়েছিল এবং অন্য কেউ নয়।

৭. ১২.১২.২০০৭ তারিখের চুক্তিপত্র অনুযায়ী, ২ নং বিপরীত পক্ষের মোহিনী ইন্ডাস্ট্রিজের নাম ও শৈলীর অধীনে খনির মালিকানা ব্যবসার মালিক হওয়ার অর্থ ছিল তার মালিকানা ব্যবসাকে একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত করা। এই ধরনের অন্তর্ভুক্তির পরে, ২ নং এর বিপরীতে ছিল তার সমস্ত শেয়ার আবেদনকারীর কোম্পানিতে বা তার মনোনীতদের কাছে ২০.০৩.২০০৮ দ্বারা স্থানান্তর করা, মোট বিবেচনার পরিমাণ পাওয়ার পরে। ৩,২০,০০,০০০.০০. (তিন কোটি কুড়ি লক্ষ টাকা শুধুমাত্র)। চুক্তির আবেদনকারীকে কার্যকর করার সময়

কোম্পানিকে ৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ টাকা) দিতে হয়েছিল। চুক্তি অনুসারে আবেদনকারীর কোম্পানিকে পরবর্তীতে প্রাপ্তির বিপরীতে নগদ ১,০০,০০,০০০/- (এক কোটি টাকা) দিতে হয়েছিল। ১৫.০২.২০০৮ তারিখে আবেদনকারীর কোম্পানিকে বিপরীত পক্ষ নং ২-কে ২৫,০০,০০০/- (পঁচিশ লক্ষ টাকা) দিতে হয়েছিল। আবার ২০.০৩.২০০৮ তারিখে আবেদনকারীর কোম্পানিকে ৯৫,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ টাকা) দিতে হয়েছিল। চুক্তি স্মারক অনুসারে আবেদনকারী কোম্পানিকে মোট শেয়ার হস্তান্তরের সময় বিপরীত পক্ষ নং ২-কে চেকের মাধ্যমে বাকি ৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ টাকা) দিতে হয়েছিল। এই সময়ের মধ্যে, আবেদনকারীর কোম্পানিকে চুক্তি সম্পাদনের তারিখ থেকে শেয়ার হস্তান্তর না হওয়া পর্যন্ত ম্যাঙ্গানিজ আকরিক ক্রয় চালিয়ে যেতে হবে। বিপরীত পক্ষ নং ২-কে সমস্ত সরকারি রাজস্ব যেমন রয়্যালটি, বন কর, ভাড়া, বিক্রয় কর এবং তফসিলভুক্ত এলাকার জন্য প্রদেয় অন্যান্য বকেয়া পরিশোধ করতে হবে।

<u>উভয় সংশোধন আবেদনের উপর যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে:</u>

৮. উভয় সংশোধন আবেদনে আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত হয়ে বিজ্ঞ বরিষ্ঠ অ্যাডভোকেট, শ্রী সন্দীপন গাঙ্গুলি যুক্তি দিয়েছেন যে আবেদনকারী কোম্পানিটি ১৯৯৬ সাল থেকে লোহা ও ইস্পাত ক্ষেত্রে সবচেয়ে সুপরিচিত প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে একটি ছিল,

ফেরো অ্যালয় তৈরির ব্যবসায় নিযুক্ত এবং তারা ম্যাঙ্গানিজ আকরিক সরবরাহের একটি স্থিতিশীল উৎস খুঁজছিল। এই মুহূর্তে, অভিযুক্ত সুরেশ আগরওয়াল (২০১৬ সালের সিআরআর ৪২৫ অনুসারে বিপরীত পক্ষ নং ২) এবং দত্তুলাল মুরালিধারীজি গান্ধী (২০১৬ সালের সিআরআর ৪২৬ অনুসারে বিপরীত পক্ষ নং ২) আবেদনকারী কোম্পানির কর্মকর্তাদের কাছে ম্যাঙ্গানিজ খনি পরিচালনার প্রস্তাব নিয়ে যান, যা মধ্যপ্রদেশ রাজ্য কর্তৃক তাদের (২০১৬ সালের সিআরআর ৪২৫ অনুসারে বিপরীত পক্ষ নং ২ এবং ৪২৬ অনুসারে যথাক্রমে) মালিকানাধীন সংস্থাকে বরাদ্দ করা হয়েছিল। ১২.১২.২০০৭ তারিখের সমঝোতা স্মারকে (সংক্ষেপে এমওইউ) ৩.২০ কোটি টাকার সমঝোতা স্মারকে সম্মত হয়েছিল। এমওইউ অনুসারে, বিপরীত পক্ষ নং। ২-এর অধীনে প্রথমে তাদের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানকে কোম্পানি আইন, ১৯৫৬ এর অধীনে যথাযথভাবে নিগমিত একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তর করতে হবে এবং তারপর উক্ত কোম্পানিগুলির শেয়ার আবেদনকারী কোম্পানি বা তার মনোনীতদের নামে হস্তান্তর করতে হবে যার ফলে আবেদনকারী কোম্পানিটি উক্ত নতুন কোম্পানির মালিক হবে যার ফলে তারা উভয় ক্ষেত্রেই বিপরীত পক্ষ নং ২-এর মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে প্রদত্ত খনির ইজারা ব্যবহার করতে পারবে।

৯. এরপরে শ্রী গাঙ্গুলি বলেন যে, চুক্তির শর্তাবলীর সম্পূর্ণ বিপরীতে বিরোধী পক্ষ নং ২-এর কেউই (যথাক্রমে ২০১৬-র সি. আর. আর ৪২৫ এবং ৪২৬ উভয়ের সাথে সম্পর্কিত) মালিকানাধীন সংস্থাকে একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে স্থানান্তর করার জন্য কোনও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়নি। তদুপরি, উভয় ক্ষেত্রেই বিরোধী পক্ষ নং ২ একটি স্বাধীন সংস্থা তৈরি করেছে যার নাম হরিয়ানা মিনারেলস ম্যাঙ্গানিজ ওর (পি) লিমিটেড ২০১৬-এর সি. আর. আর ৪২৫ এবং মোহিনী ম্যাঙ্গানিজ ওর (পি) লিমিটেড ২০১৬-এর সি. আর. আর ৪২৬-এর সাথে সম্পর্কিত একটি খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে। উপরন্তু, বেসরকারী লিমিটেড সংস্থা গঠনের পরে ২০১৬-এর সি. আর. আর ৪২৫-এ বিপরীত পক্ষ নং ২ আবেদনকারীর পক্ষে উক্ত কোম্পানির মাত্র ২৮ শতাংশ শেয়ার হস্তান্তর করেছে। সুতরাং, ২০১৬ সালের সি. আর. আর নং ৪২৫ এবং ৪২৬-এ যথাক্রমে খনির ইজারা ধারণকারী মালিকানাধীন সংস্থার স্বাধীন মর্যাদা সংরক্ষণ করা হয়েছিল এবং আবেদনকারীকে একটি বেসরকারী লিমিটেড সংস্থার মালিকানা হস্তান্তর করা হয়েছিল, যার কোনও সম্পদ ছিল না।

১০. শ্রী গাঙ্গুলি যুক্তি দেখিয়েছেন যে খনিজ ছাড় বিধিমালা ১৯৬০-এর বিধি ১৭ অনুসারে, যে কোনও ধরনের খনির ইজারা হস্তান্তরের জন্য রাজ্য সরকারের লিখিত পূর্ব সম্মতির প্রয়োজন হবে। এই কথিত সত্যটি অবশ্যই -এর মধ্যে ছিল। বিপরীত পক্ষের জ্ঞান নং ২, একজন বিশেষজ্ঞ বলে দাবি করে

খনি সংক্রান্ত বিষয়ে এই তথ্য থাকা সত্ত্বেও বিরোধী পক্ষ নং ২ আবেদনকারী কোম্পানিকে ১ নম্বর তারিখের চুক্তি করতে প্ররোচিত করে এবং এর মাধ্যমে ২০১৬ সালের সি. আর. আর ৪২৫ এবং ২০১৬ সালের সি. আর. আর ৪২৬-এর ক্ষেত্রে ৯৬,২০,৩৫০.০০/- টাকা, (ছিয়াশি লক্ষ কুড়ি হাজার তিনশো পঞ্চাশ টাকা) এবং ৩,২৬,০০০,০০/- (তিন কোটি ছাব্বিশ লক্ষ টাকা) টাকা পায়।

১১. ২০১৬ সালের CRR ৪২৫ এবং ৪২৬ উভয় ধারাতেই মিঃ গাঙ্গুলি দাখিল করেছেন যে খনি পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সরকারি বিভাগ থেকে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ, যা পূর্বশর্ত, বিপরীত পক্ষ নং ২ দ্বারা প্রদান করা উচিত। যদিও, আর্থিক সুবিধা প্রাপ্তির পর বিপরীত পক্ষ নং ২ প্রয়োজনীয় সরকারি বিভাগ থেকে প্রয়োজনীয় পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ করেনি, যার ফলে উক্ত খনিটি কোনও বাণিজ্যিক মূল্য ছাড়াই একটি নিছক জমিতে রূপান্তরিত হয়েছিল কারণ ম্যাঙ্গানিজ আকরিক উত্তোলনের কোনও উপায় ছিল না।

১২. শ্রী গাঙ্গুলি আরও দাবি করেছেন যে ২০১৬ সালের সিআরআর ৪২৫ সম্পর্কিত রেফারেন্স নম্বর ৩-৬৬০/২০০৪ ১২/২ তারিখের ২৯.১২.২০০৮ এবং সম্বলিত একটি চিঠি রয়েছে। রেফারেন্স নং. ৩-৬৫/২০০৪ ১২/২ তারিখ ১৭/০৯/২০০৮

মধ্যপ্রদেশ সরকারের খনি বিভাগ কর্তৃক ২০১৬ সালের সি. আর. আর ৪২৬-এর সঙ্গে কথিতভাবে জারি করা সংযোগটি বিরোধী পক্ষ নং ২ দ্বারা আবেদনকারীর কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল, যা উভয় ক্ষেত্রেই মিথ্যা এবং বানোয়াট নথি ছিল। পরবর্তী তদন্তে এটিও জানা যায় যে সম্পত্তি কর এবং অ-লৌহ খনির এবং ধাতব শিল্পের জন্য করও বিরোধী পক্ষ নং ২-এর মালিকানা সংস্থা দ্বারা মধ্যপ্রদেশ সরকারের পক্ষে ক্রমাগত প্রদান করা হয়েছিল (২০১৬ সালের সি. আর. আর ৪২৫ এবং সি. আর. আর নং ২-এর সাথে সম্পর্কিত (২০১৬-র ৪২৬) ২০১৬-র সি. আর. আর ৪২৫ এবং ২০১৬-র সি. আর. আর. ৪২৬-এর সঙ্গে সম্পর্কিত মোহিনী ম্যাঙ্গানিজ অ্যান্ড ওর (পি) লিমিটেডের অন্তর্ভুক্তির তারিখ সম্পর্কিত হরিয়ানা মিনারেল ম্যাঙ্গানিজ ওর প্রাইভেট লিমিটেডের ক্ষেত্রে '১২.০৩.২০০৮' তারিখের প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিটি অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পরেও, যার অর্থ সরকারের নথিগুলি এখনও খনির ইজারাধারী হিসাবে স্বত্বের উদ্বেগের প্রতিফলন ঘটায়, পরবর্তীকালে ২০১৬-র সি. আর. আর. ৪২৫ এবং ২০১৬-র ৪২৬ উভয় ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিগুলি নয়।

১৩. শ্রী গাঙ্গুলি ***মধ্যপ্রদেশ রাজ্য বনাম আওয়াধ কিশোর গুপ্ত এবং অন্যান্যদের*** একটি মামলার উপর নির্ভর করেছেন ***(২০০৪) ১ সুপ্রিম কোর্টের মামলাগুলি ৬৯১।***

১৪. এর বিরোধিতা করে, বিজ্ঞ অ্যাটর্নি শ্রী সচিত তালুকদার, উভয় পুনর্বিবেচনার আবেদনে যুক্তি দিয়েছেন যে আবেদনকারী ১৫৬ (৩) ধারায় অভিযোগ করেননি যে, খনির ইজারা অর্জনের জন্য পক্ষগুলির মধ্যে একটি লিখিত চুক্তি করা হয়েছিল এবং তারপরে এর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছিল। একমাত্র অভিযোগ ছিল মৌখিক চুক্তি অনুসারে ম্যাঙ্গানিজ আকরিক সরবরাহ না করার অভিযোগ। মালিকানার মালিকানা নিজেই একটি কোম্পানিতে রূপান্তরিত করতে এবং পরিবর্তে নতুন সংস্থা তৈরি করতে ব্যর্থ হওয়ার বিষয়ে আবেদনকারীর দাবির বিরোধিতা করেছেন জনাব তালুকদার। অভিযোগ করেছেন যে এই ধরনের পদ্ধতির অস্তিত্ব নেই। একমাত্র সম্ভাব্য পদ্ধতি হল একটি পৃথক সংস্থা তৈরি করা এবং এই জাতীয় সংস্থাকে সমিতির স্মারকলিপিতে তার উদ্দেশ্যগুলির মাধ্যমে একই উদ্দেশ্যযুক্ত সংস্থাগুলির অধিগ্রহণ/ গ্রহণ বা পরিচালনা করার অনুমতি দেওয়া হবে।

১৫. শ্রী তালুকদার আরও দাখিল করেছেন যে উভয় মামলার বিপরীত পক্ষ নং ২, ১২.১২.২০০৭ তারিখের চুক্তিতে বর্ণিত ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করেছে। অধিকন্তু, আবেদনকারী কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং তার বাবা ২০০৮ সাল থেকে তাৎক্ষণিক কার্যক্রম শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত নবগঠিত কোম্পানির একমাত্র পরিচালক ছিলেন।

১৬. এরপরে, শ্রী তালুকদার মধ্যপ্রদেশ সরকারের জারি করা চিঠিগুলি সম্পর্কে তাঁর যুক্তি তুলে ধরেছিলেন যে উভয় ক্ষেত্রেই নবগঠিত সংস্থাগুলির পক্ষে খনির ইজারা হস্তান্তর মোটেও জাল নয়। তাঁর যুক্তির সমর্থনে, এটিকে আরও বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য, শ্রী তালুকদার আদেশের উপর নির্ভর করেছিলেন যার ফলে মধ্যপ্রদেশ সরকারের কাছ থেকে আরটিআই-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত নবগঠিত সংস্থাগুলির পক্ষে খনির ইজারা হস্তান্তর করা হয়েছিল।

১৭. জনাব তালুকদার আবার বলেন যে, আবেদনকারীর দ্বারা দায়ের করা ১৫৬ (৩) টি অভিযোগের মধ্যে পাওয়া একমাত্র অভিযোগটি বিপরীত পক্ষ নং ২ দ্বারা ম্যাঙ্গানিজ আকরিকের কথিত সরবরাহ না করার বিষয়ে অর্থ প্রদান করা সত্ত্বেও অভিযোগকারী ক্রয় আদেশের মতো নথি জমা দিয়ে প্রমাণ করেননি, যা উভয় ক্ষেত্রেই আবেদনকারী সংস্থা এবং বিপরীত পক্ষ নং ২-এর সংস্থার মধ্যে সম্পাদিত সমঝোতা স্মারকের অনুলিপি।

১৮. তাঁর যুক্তি দিয়ে বিদায় নেওয়ার আগে, জনাব তালুকদার পক্ষগুলির মধ্যে চুক্তির (এম. ও. ইউ) কথা উল্লেখ করেছেন এবং জমা দেওয়া উভয় মামলার মধ্যে বিরোধী পক্ষ নং ২ জমা দিয়েছেন অনুযায়ী তাদের নিজ নিজ খনির ইজারা সংক্রান্ত কর

একই ধারার ৯ ও ১০-এ উল্লিখিত নির্দেশাবলী যাতে খনির ইজারা বাতিল না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য। জনাব তালুকদার আরও যুক্তি দিয়েছিলেন যে পরিবেশগত ছাড়পত্র পেতে ব্যর্থতার অভিযোগ আবেদনকারী দ্বারা উভয় ক্ষেত্রেই বিরোধী পক্ষ নং ২-এর নজরে কখনও আনা হয়নি।

১৯. শ্রী তালুকদার তাঁর যুক্তির সমর্থনে নিম্নলিখিত মামলাগুলির উপর নির্ভর করেছিলেনঃ-

অনিতা মালহোত্রা বনাম অ্যাপারেল এক্সপোর্ট প্রোমোশন কাউন্সিল রিপোর্ট করেছে ***(২০১২) ১ সুপ্রিম কোর্টের মামলা ৫২০ দত্তি কামেশ্বরী বনাম সিঙ্গম রাও শরথ চন্দ্র এবং আরেকজন ২০১৫ এস. সি. সি অনলাইন হায়দ্রাবাদ ৩৮৯।***

২০. ২০১৬ সালের সিআরআর ৪২৫ এবং ৪২৬ এর সাথে সম্পর্কিত রাষ্ট্রপক্ষের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী, শ্রী ইমরান আলী এবং শ্রী বিদ্যুৎ কুমার রায় উভয়ই দাখিল করেছেন যে চূড়ান্ত প্রতিবেদনটি একটি দেওয়ানি প্রকৃতির মামলার তদন্তের উপর নির্ভর করে জমা দেওয়া হয়েছিল এবং উভয় পক্ষের মধ্যে সমঝোতা স্মারক (চুক্তি) যথাযথভাবে পালন করা হয়েছিল, উভয় সংশোধন আবেদনের সাথে সম্পর্কিত বিপরীত পক্ষ নং ২ দ্বারা নবগঠিত কোম্পানিগুলির পক্ষে খনির ইজারা হস্তান্তর করা হয়েছিল।

২১. ***আওয়াধ কিশোর গুপ্ত*** (উপরে) মামলায় সুপ্রিম কোর্ট কার্যধারা বাতিল করার জন্য ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে একটি আবেদন বিবেচনা করার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত নীতি নির্ধারণ করেছেঃ-

> **"১৩.** উল্লেখ্য যে তদন্ত সম্পূর্ণ হয়নি এবং সেই পর্যায়ে হাইকোর্টের পক্ষে এমন উপকরণগুলি খতিয়ে দেখা অনুচিত ছিল, যার গ্রহণযোগ্যতা মূলত বিচারের বিষয়। কোডের ৪৮২ ধারার অধীনে এখতিয়ার প্রয়োগ করার সময়, আদালতের পক্ষে বিচারক হিসেবে কাজ করা অনুমোদিত নয়। এমনকি যখন সেই পর্যায়ে অভিযোগ গঠন করা হয়, তখনও আদালতকে কেবল প্রাথমিকভাবে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তির অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্তুষ্ট হতে হবে। সেই সীমিত উদ্দেশ্যে, আদালত রেকর্ডে থাকা উপাদান এবং নথি মূল্যায়ন করতে পারে তবে প্রমাণের মূল্যায়ন করতে পারে না। আদালতকে অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য উপস্থাপিত উপকরণগুলি যথেষ্ট কিনা তা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য প্রমাণের মূল্যায়ন করতে হবে না। চাঁদ ধাওয়ান বনাম জওহর লাল [(১৯৯২) ৩ এসসিসি ৩১৭ : ১৯৯২ এসসিসি (সিআরআই) ৬৩৬] মামলায় দেখা গেছে যে যখন কোনও পক্ষের উপর নির্ভরশীল উপকরণ প্রমাণের প্রয়োজন হয়, তখন অভিযোগটি অগ্রহণযোগ্য বলে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য সেই উপকরণগুলির ভিত্তিতে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। আদালতের উচিত নয় কোডের ৪৮২ ধারার অধীনে আবেদনের সংযোজনগুলির উপর কাজ করা, যা পরীক্ষা এবং প্রমাণিত না হয়ে প্রমাণ হিসাবে অভিহিত করা যায় না। যখন হাতে থাকা মামলার বাস্তব অবস্থান আইনের নীতিমালার আলোকে বিবেচনা করা হয়, তখন অনিবার্য উপসংহারে পৌঁছায় যে হাইকোর্ট বিশেষ পুলিশ এস্টাবলিশমেন্ট, লোকায়ুক্ত কর্তৃক নিবন্ধিত সংযুক্ত মামলার (১৯৯৪ সালের অপরাধ নং ১১৬) তদন্ত এবং কার্যক্রম বাতিল করার পক্ষে যুক্তিসঙ্গত ছিল না

গোয়ালিয়র। আমরা বিতর্কিত রায়টি বাতিল করে দিচ্ছি। রাজ্য এই বিষয়ে আরও এগিয়ে যাওয়ার স্বাধীনতা থাকবে।"

২২. ***অনিতা মালহোত্রা*** (উপরে) নিম্নরূপঃ-

" ১৬. উপরোক্ত বিধানগুলি পড়ে স্পষ্ট হয় যে, কোম্পানি আইনের ১৫৯ ধারার অধীনে একটি বিধিবদ্ধ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে যে, শেয়ার মূলধনযুক্ত প্রতিটি কোম্পানিকে কোম্পানির রেজিস্ট্রারের কাছে একটি বার্ষিক রিটার্ন দাখিল করতে হবে যার মধ্যে বিদ্যমান পরিচালকদের বিবরণ অন্তর্ভুক্ত থাকবে। কোম্পানি আইনের বিধানগুলির জন্য একটি কোম্পানির দ্বারা বার্ষিক রিটার্ন পরিদর্শনের জন্য উপলব্ধ করা প্রয়োজন (ধারা ১৬৩) এবং সেইসাথে ধারা ৬১০ যা যে কোনও ব্যক্তিকে কোম্পানি রেজিস্ট্রারের রাখা নথি পরিদর্শন করার অধিকার দেয়। হাইকোর্ট ১৮৭২ সালের সাক্ষ্য আইনের ধারা ৭৪ উপেক্ষা করে একটি ত্রুটি করেছিল। ধারা ৭৪-এর উপ-ধারা (১)-এ সরকারি নথি উল্লেখ করা হয়েছে এবং উপ-ধারা (২)-এ বলা হয়েছে যে সরকারি নথিতে "যে কোনও রাজ্যের ব্যক্তিগত নথিতে রাখা সরকারি নথি" অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কোম্পানি আইন, ১৯৫৬-এর ধারা ১৫৯,১৬৩ এবং ৬১০ (৩)-এর একটি যৌথ পাঠ, যা সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২-এর ধারা ৭৪-এর উপ-ধারা (২)-এর সঙ্গে পাঠ করা হয়েছে, তা স্পষ্ট করে দেয় যে বার্ষিক রিটার্নের একটি প্রত্যয়িত অনুলিপি একটি সরকারি নথি এবং হাইকোর্ট যে বিপরীত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে তা বজায় রাখা যাবে না।

১৯. *হর্ষেন্দ্র কুমার ডি. বনাম রেবাতিলতা কোলে* (২০১১) ৩ এস. সি. সি. ৩৫১: (২০১১) ১ এস. সি. সি. (সি. আই. ভি) ৭১৭: (২০১১) ১ এস. সি. সি. (সি. আর. আই) ১১৩৯] মামলায় ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করার জন্য ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩ (সংক্ষেপে "অধিনিয়ম")-এর ধারা ৪৮২-এর অধীনে হাইকোর্টের ক্ষমতার সাথে একই বিধান বিবেচনা করে এই আদালত রায় দিয়েছেঃ (এস. সি. সি.পৃষ্ঠা ৩৬১-৩৬২, অনুচ্ছেদ ২৫)

"২৫. আমাদের রায়ে, উপরোক্ত পর্যবেক্ষণগুলি এই অর্থে পড়া যাবে না যে কোনও ফৌজদারি মামলায় যেখানে বিচার এখনও বাকি আছে

মামলাটি সমন জারি বা বিচারের পর্যায়ে রয়েছে, অভিযুক্তের উপর নির্ভরশীল উপকরণ যা পাবলিক ডকুমেন্টের প্রকৃতির, অথবা সন্দেহ বা সন্দেহের বাইরে, কোনও অবস্থাতেই হাইকোর্ট ৪৮২ ধারার অধীনে তার এখতিয়ার ব্যবহার করে বা কোডের ৩৯৭ ধারার অধীনে সংশোধনমূলক এখতিয়ার ব্যবহার করে তদন্ত করতে পারবে না। এখন মোটামুটিভাবে নিষ্পত্তি হয়েছে যে অভিযোগ বাতিল করার জন্য আবেদন করা হলে, ৪৮২ ধারার অধীনে অন্তর্নিহিত এখতিয়ার ব্যবহার করে বা অধিনিয়মের ৩৯৭ ধারার অধীনে সংশোধনমূলক এখতিয়ার ব্যবহার করে, হাইকোর্টের পক্ষে অভিযুক্তের প্রতিরক্ষা বিবেচনা করা বা অভিযোগের যোগ্যতা সম্পর্কে তদন্ত শুরু করা উপযুক্ত নয়। যাইহোক, একটি উপযুক্ত ক্ষেত্রে, যদি অভিযুক্তের দ্বারা স্থাপিত নথিগুলির ভিত্তিতে - যা সন্দেহ বা সন্দেহের বাইরে - তার বিরুদ্ধে অভিযোগ টিকে থাকতে না পারে, তাহলে অভিযুক্তকে বিচারের জন্য পাঠানো এবং তাকে বিচার আদালতের সামনে তার প্রতিরক্ষা প্রমাণ করতে বলা হলে তা ন্যায়বিচারের প্রতি অবজ্ঞা করা হবে। এই ধরনের ক্ষেত্রে, ন্যায়বিচারের প্রচারের জন্য বা অন্যায় বা প্রক্রিয়ার অপব্যবহার রোধ করার জন্য, হাইকোর্ট প্রাথমিকভাবে সেইসব উপকরণগুলি খতিয়ে দেখতে পারে যার বিষয়টির উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব রয়েছে।"

২৩. ***দত্তি কামেশাওয়ারীতে*** (উপরে) ১৬ অনুচ্ছেদে এটি নিম্নরূপ ছিলঃ-

> **"১৬.** একই হাইকোর্টের একজন বিজ্ঞ একক বিচারক ১৯-০৩-২০১৫ তারিখের ডাব্লু. পি নং ৭৮৬০-এ রায় দেন যে, ২০০৫ সালের তথ্য অধিকার আইনের অধীনে নিগার নিগম থেকে প্রাপ্ত বাড়িটির মানচিত্র এবং ভবন নির্মাণের অনুমতির প্রত্যয়িত কপিগুলিকে গৌণ প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে এবং তা নিম্নরূপে ধরা হয়েছে:

ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের ৬৫ ধারার ধারা (চ) স্পষ্ট করে দেয় যে, সাক্ষ্য আইন বা অন্য যে কোনও আইনের অধীনে অনুমোদিত প্রত্যয়িত প্রতিলিপিকে গৌণ প্রমাণ হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। আমার মতে, তথ্যের অধিকার আইন "ভারতে বলবৎ অন্য যে কোনও আইনের" আওতায় পড়ে। "তথ্যের অধিকার"-এর সংজ্ঞাটি স্পষ্ট করে দেয় যে নাগরিকদের তথ্য পাওয়ার অধিকারের অধীনে নথির প্রত্যয়িত অনুলিপি দেওয়া হয়। আমার দৃষ্টিতে, নীচের আদালত সঠিকভাবে মতামত দিয়েছে যে নথিগুলিকে গৌণ প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে।আমি এই যুক্তিতে কোনও যোগ্যতা দেখছি না যে ২০০৫ সালের আইনের অধীনে প্রাপ্ত নথিগুলি সত্যিকারের অনুলিপি বা প্রত্যয়িত অনুলিপি। উপরোক্ত সংজ্ঞাটি দেখায় যে সেগুলি প্রত্যয়িত অনুলিপি। অন্যথায়, এটি লক্ষণীয় আকর্ষণীয় যে কালো রঙে অভিধান, "প্রত্যয়িত অনুলিপি" এর অর্থ নিম্নরূপঃ-

"প্রত্যয়িত অনুলিপি"-একটি নথি বা রেকর্ডের একটি অনুলিপি, যার হেফাজতে অফিসার দ্বারা সত্যিকারের অনুলিপি হিসাবে স্বাক্ষরিত বা প্রত্যয়িত মূলটি অর্পণ করা হয়েছে।"

যেহেতু নথিগুলি ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের ৬৫ ধারার আওতায় রয়েছে, তাই এর সাথে এর তুলনা করার কোনও প্রয়োজন ছিল না মূলগুলি।"

২৪. মাননীয় সর্বোচ্চ আদালতের উপরোক্ত পর্যবেক্ষণের উপর নজর রেখে, আমি হাতে থাকা পুনর্বিবেচনার আবেদনগুলির যথার্থতা সম্পর্কে গভীরভাবে আলোচনা করছি।

সিদ্ধান্তঃ

স্বীকৃত তথ্যঃ-

২৫. এটি বিতর্কিত নয় যে একটি চুক্তি (এম. ও. ইউ) ছিল উভয়ের অভিন্ন আবেদনকারীর মধ্যে সংশোধন

সংশোধন আবেদনপত্রের আবেদনপত্র এবং বিপরীত পক্ষ নং ২। চুক্তি অনুসারে, উভয় সংশোধন আবেদনপত্রের বিপরীত পক্ষ নং ২ তাদের নিজ নিজ খনির মালিকানা ব্যবসাকে কোম্পানি আইনের অধীনে একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তর করবে এবং প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি অন্তর্ভুক্তির পর উভয় মালিকানা প্রতিষ্ঠানের খনির ইজারা নতুনভাবে অন্তর্ভুক্ত প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির নামে হস্তান্তর করা হবে।

২৬. আরও স্বীকৃত তথ্য হল যে ২০১৬ সালের ৪২৫ নং সিআরআর-এর ক্ষেত্রে বিপরীত পক্ষ নং ২ আবেদনকারী কোম্পানির কাছে ২৮% শেয়ার হস্তান্তর করেছে এবং ২০১৬ সালের ৪২৬ নং সিআরআর-এর ক্ষেত্রে ১০০% শেয়ার আবেদনকারীর কোম্পানির কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

<u>বিতর্কিত বিষয়ঃ-</u>

২৭. এটা সত্য যে উভয় ক্ষেত্রেই ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৫৬ (৩) ধারার অধীনে আবেদনগুলি বিবেচনার অর্থ প্রদান করা সত্ত্বেও ম্যাঙ্গানিজ আকরিকের সরবরাহ না করার অভিযোগে দায়ের করা হয়েছিল কিন্তু এই মামলার তদন্তটি সমঝোতাপত্রের পরিপ্রেক্ষিতে পক্ষগুলির মধ্যে সমস্ত বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে পরিচালিত হয়েছিল। যুক্তির সময় শ্রী তালুকদার এই বিষয়টি অস্বীকার করেননি। অতএব, আবেদন করে আইন চালু করা হয়েছিল

ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৫৬ (৩) ধারার অধীনে পক্ষগুলির মধ্যে চুক্তি ও বিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে তদন্ত করা হয়েছিল এবং সেই অনুযায়ী দলগুলির উত্থাপিত সমস্ত বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে তদন্ত করা হয়েছিল। আমি ফৌজদারি কার্যবিধিতে এমন কোনও বিধান খুঁজে পাই না যা তদন্ত কর্মকর্তাকে কেবল লিখিত অভিযোগে উত্থাপিত বিষয়ে কঠোরভাবে সীমাবদ্ধ করে। অতএব, আমি এই বিষয়ে শ্রী তালুকদারের সাথে একমত নই।

২৮. উভয় পুনর্বিবেচনার আবেদনের ক্ষেত্রে বিরোধী পক্ষ নং ২-এর সঙ্গে চুক্তি (এম. ও. ইউ) অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পরিবেশগত ছাড়পত্র নেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু কেস ডায়েরিতে কোথাও আমি এমন কোনও কাগজ পাইনি যা পরিবেশগত ছাড়পত্র দেখায় যা খনির ইজারাতে উল্লিখিত খনির কার্যক্রম চালানোর জন্য পূর্বশর্ত ছিল।

২৯. চুক্তি (MOU) অনুসারে, সংশোধন আবেদনের ক্ষেত্রে, উভয় বিপরীত পক্ষ নং ২ তাদের নিজ নিজ মালিকানা সংস্থার খনির ইজারা নবগঠিত বেসরকারি লিমিটেড কোম্পানির অনুকূলে হস্তান্তর করতে সম্মত হয়েছে। বিপরীত পক্ষ নং ২ অনুসারে, মধ্যপ্রদেশ সরকার কর্তৃক জারি করা একটি নথি অনুসারে, তারা ইতিমধ্যেই তাদের নিজ নিজ খনির ইজারা নবগঠিত কোম্পানির অনুকূলে হস্তান্তর করেছে।

প্রকৃতপক্ষে তদন্তের সময় তদন্তকারী আধিকারিক মধ্যপ্রদেশ সরকারের জারি করা খনির লিজ হস্তান্তরের আদেশ অনুসারে নবগঠিত সংস্থাগুলির পক্ষে শেয়ার হস্তান্তরের উপর নির্ভর করেছিলেন এবং ফলস্বরূপ তদন্তকারী আধিকারিক চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দিয়েছিলেন।

৩০. মধ্যপ্রদেশ সরকার কর্তৃক জারি করা খনির ইজারা হস্তান্তরের আদেশটি আরও বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য, বিরোধী পক্ষ নং ২ আবেদনকারীর পক্ষ থেকে উত্থাপিত জাল নথির অভিযোগের বিরোধিতা করে তথ্য অধিকার আইনের অধীনে একটি আবেদনের মাধ্যমে প্রাপ্ত স্থানান্তর আদেশ জমা দিয়েছে।

৩১. এই আদালতে জমা দেওয়া আরটিআই-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত নথিগুলি আরটিআই আইন, ২০০৫-এর নির্ধারিত পরামিতিগুলি মেনে চলেনি। প্রয়োজনীয়তা হল যে সি. পি. আই. ও-কে "আরটিআই আইনের অধীনে সরবরাহ করা নথির আসল অনুলিপি" নথিতে অনুমোদন করতে হবে, তার নাম, সি. পি. আই. ও-এর উপাধি এবং তার সরকারী কর্তৃপক্ষের নাম সম্বলিত নথিতে স্বাক্ষর করতে হবে এবং সীলমোহর দিতে হবে। অতএব, আরটিআই-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত নথিকে গ্রহণযোগ্য বলা যাবে না।

৩২. খনির ইজারার ক্ষেত্রে পরবর্তীকালে কর জমা দেওয়ার ফলে খনির ইজারা হস্তান্তর সম্পর্কে আরও সন্দেহ তৈরি হয়েছে

নবগঠিত প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিগুলির পক্ষে ইজারা। কেস ডায়েরিতে সংগৃহীত প্রমাণ থেকে জানা যায় যে, উভয় ক্ষেত্রেই বিরোধী পক্ষ নং ২-এর উভয় মালিকানাধীন সংস্থা নবগঠিত প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিগুলি (২০১৬ সালের সিআরআর ৪২৫ এবং ২০১৬ সালের সিআরআর ৪২৬-এর সাথে সম্পর্কিত) অন্তর্ভুক্তির তারিখের পরবর্তী সময়ের জন্য ইজারা ভাড়া, সারফেস ভাড়া ইত্যাদি সহ সমস্ত ধরনের কর প্রদান করে যাচ্ছিল।

৩৩. বিচ্ছেদ করার আগে, আমার নজরে আসে যে খনিজ ছাড় বিধিমালা, ১৯৬০-এর বিধি ১৭ অনুসারে যে কোনও ধরনের খনির ইজারা হস্তান্তরের জন্য রাজ্য সরকারের লিখিত পূর্ব সম্মতি প্রয়োজন যা আমাদের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত।

৩৪. আমার মতে, উপরের সমস্ত আলোচনা, বিশেষ করে খনির ইজারা হস্তান্তরের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রকাশের জন্য এই মামলার আরও তদন্তের ন্যায্যতা দেয়। অতএব, আমি উভয় পুনর্বিবেচনার আবেদনের সাথে সম্পর্কিত আদেশে হস্তক্ষেপ করতে চাই যা কপি-পেস্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে করা হয়েছে বলে মনে হয়।

৩৫. এর পরিণামস্বরূপ, ২০১৪ সালের জি.আর. মামলা নং ২১২১ এবং ২০১৪ সালের জি.আর. মামলা নং ২১২০-তে গৃহীত আপত্তিকর আদেশগুলি বাতিল করা হল।

৩৬. কলকাতার শিক্ষিত মুখ্য মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তদনুসারে ফৌজদারি কার্যবিধির ১৭৩ (৮) ধারার বিধানের পরিপ্রেক্ষিতে মামলাটি আরও তদন্তের জন্য পুলিশকে নির্দেশ দিতে।

৩৭. উভয় পুনর্বিবেচনার আবেদনই অনুমোদিত। ২০১৬ সালের সি. আর. আর ৪২৫ এবং ২০১৬ সালের ৪২৬।

৩৮. অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ, যদি থাকে, তাহলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং সমস্ত বিচারাধীন আবেদন, যদি থাকে, সেই অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা হবে।

৩৯. কেস ডায়েরি ফেরত দেওয়া হবে।

৪০. পুনর্বিবেচনামূলক আবেদনের সমস্ত পক্ষ এই আদালতের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা এই আদেশের সার্ভার অনুলিপিতে কাজ করবে।

৪১. এই আদেশের জরুরি ফটোস্ট্যাট সার্টিফাইড কপি, যদি আবেদন করা হয়, সমস্ত প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা পূরণের পরে পক্ষগুলিকে সরবরাহ করা হবে।

[বিচারপতি বিভাস রঞ্জন দে]

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal